১০ম পাঠ

ভবিষ্যৎ : আত্ম প্রকাশ, পুরস্কার এবং বিশ্রাম

তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতা সম্পর্কে বাইবেলে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। পঞ্চাশত্তমীর পরে তার প্রথম বাণীতে পিতর বলেন যে ভবিষ্যতে ঈশ্বর সব কিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন (প্রেরিত ৩ : ২১)। পরে, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী ভাষায় প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টিয়ানদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেছেন (রোমীয় ৮ : ১৮-২৫)। তিনি বলেছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

মানুষের পতন ঘটার পর থেকেই প্রকৃতি অভিশাপের শোচনীয় ফল ভোগ করে আসছে। আর অভিশপ্ত কঠিন পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণে ব্যর্থ হয়ে মানুষও আর্তনাদ করে ফিরছে। তার দেহ নানা রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয়ের শিকার হয়েছে। মানুষ যদি তার সৃষ্টি কর্তার রবে অবধান করে, তাহলে তার জন্য (সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ সহ) রয়েছে এই আশীর্বচন : "অভিশাপ আর থাকবে না" (প্রকাশিত বাক্য ২২ : ৩)। সময় আসছে যখন ঈশ্বর এই সমস্ত সমস্যার উৎসের মোকাবিলা করবেন। শয়তান সহ সমস্ত দুষ্ট লোকদের বিচার করা হবে এবং স্বর্গে চিরকাল তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য যীশু ধার্মিকদের নিতে আসবেন। এটাই হচ্ছে বিশ্বাসীদের গৌরবময় প্রত্যাশা।

এই পাঠে আমরা বাইবেলের ভাববাণীর পূর্ণতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণতা সাধন সম্পর্কে আলোচনা করব। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা করে আপনি যে প্রত্যাশা লাভ করবেন তা আপনাকে নিজেকে গভীরভাবে অনুসন্ধানে চালিত করুক এবং প্রভুর আগমণের জন্য প্রস্তুত হতে বাধা দানকারী সব কিছু থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক।

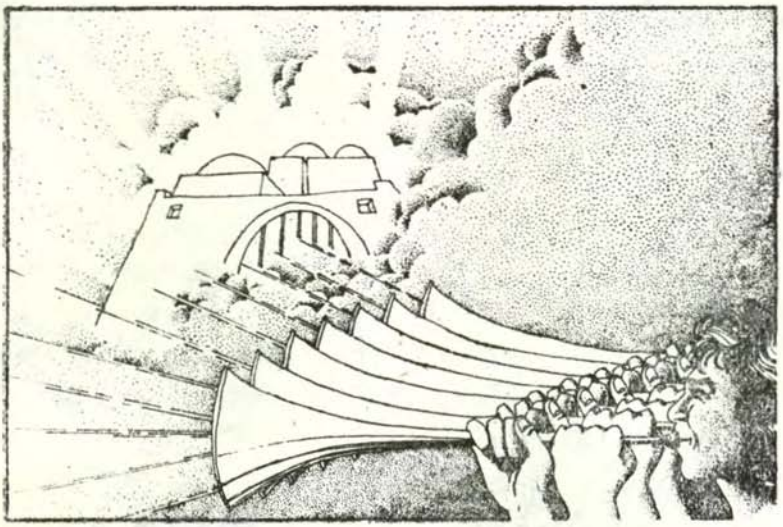

পাঠের খসড়া ঃ

গৌরবময় প্রত্যাশা
মহা ক্লেশ-কাল
যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ
বর্ষ সহস্র (মিলেনিয়াম)
শয়তান ও মৃত দুষ্ট লোকদের বিচার
নতুন সৃষ্টি

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ শেষ-কালীন ঘটনাবলীর ক্রম পর্যায় এবং প্রতিটি ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

★ মহাক্লেশের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ বর্ষ সহস্রের প্রমাণ এবং উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন।

★ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায়, লূক ২১ অধ্যায়, ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়, ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭, ২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২, এবং প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায় পড়ুন। তাছাড়া পাঠের মধ্যে পদত্ত অপর যে কোন শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যও অবশ্যই পড়ুন। স্বাভাবিক পথেই পাঠ অধ্যয়ন এবং পাঠ শেষে পরীক্ষার কাজ করুন।

২। ৮ম-১০ম পাঠ পুনরীক্ষণ করুন, তার পর ৩য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। কাজ শেষ হলে উত্তর পত্রটি আপনার আই-সি-আই শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

জঘন্য	অবিনশ্বর	বিশ্রাম বৎসর
ঈশ্বর নিন্দা	নশ্বর	সময়-কাঠাম
ঈশ্বরত্ব-আরোপ	নবীনীকৃত	প্রতিপন্ন করা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

গৌরবময় প্রত্যাশা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ গৌরবময় প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কিত কথাগুলির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে পারা।

তীতের কাছে লেখা তার চিঠিতে প্রেরিত পৌল বলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার সমস্ত লোকদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। তা তাদের কাছে একটি নৈতিক মনোনয়ন উপস্থিত করে ঃ তারা সমস্ত ঈশ্বর-ভক্তি হীনতা এবং জাগতিক ভোগ-পরায়ণতাকে বাদ দিয়ে গৌরবময় প্রত্যাশার অপেক্ষায় এই মন্দ সময়ে ঈশ্বর-ভক্ত ও আত্ম-সংযত জীবন যাপন করবে

কি না। তিনি বলেন যে এই **গৌরবময় প্রত্যাশা** হচ্ছে আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমাপূর্ণ প্রকাশ (তীত ২ ঃ ১১-১৪)। তাঁর এই প্রকাশের ফলে যা কিছু ঈশ্বর-বিরোধী সে সবেরই বিনাশ হবে। শেষ-কালীন ঘটনাগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা প্রথমে বিশ্বাসীর **গৌরবময় প্রত্যাশার** প্রতি দৃষ্টি দেব।

আমাদের প্রভু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ১২ জন শিষ্যের কাছে বিশ্বাসীর প্রত্যাশার ভিত্তি কি তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর পিতার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন (যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য)। তিনি তাদের নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি যেমন সত্যি সত্যিই তাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, তেমনি সত্যি সত্যিই তাঁর সঙ্গে বাস করবার জন্য তাদের নিয়ে যেতে আবার আসবেন (যোহন ১৪ ঃ ১-৩)।

যীশুর স্বর্গারোহণের পরে আবির্ভূত স্বর্গদূতগণ এই প্রত্যাশার বাণীটিকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। তারা বলেছেন ঃ "যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন" (প্রেরিত ১ ঃ ১১)। প্রেরিত পৌল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ-ক্রমে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আগ্রহের সঙ্গে তাদের দেহের "মুক্তির" অপেক্ষা করেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৩); প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন-কালে যা রূপান্তরিত হবে (ফিলিপীয় ৩ ঃ ২০-২১)।

পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে, প্রভু আগমণের দু'টি দিক রয়েছে ঃ ১) বিশ্বাসীদের জন্য আগমণ, এবং ২) বিশ্বাসীদের সঙ্গে আগমণ। বিশ্বাসীদের **জন্য** তাঁর আগমণ হচ্ছে **র‍্যাপচার বা আকাশে তুলে নেওয়া**, এবং বিশ্বাসীদের **সঙ্গে নিয়ে** তাঁর আগমণকে বলা হয় **প্রকাশ প্রাপ্তি**। শেষ-কালীন ঘটনাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে যথা সময়ে এই ঘটনা দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমরা প্রথমে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া

(র‍্যাপচার) এবং বিশ্বাসীদের পুরস্কার এবং তাদের সাথে অন্যান্য ঘটনাবলীর সম্পর্ক আলোচনা করব।

১। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন) গৌরবময় প্রত্যাশা হচ্ছে :

ক) খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি, যখন তিনি তাঁর নিজ লোকদের **সঙ্গে নিয়ে** আসবেন।

খ) বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া, যখন খ্রীষ্ট তাদের **জন্য** আসবেন।

গ) শেষ-কালীন সমস্ত ঘটনাবলী।

আকাশে প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসীদের মিলন (র‍্যাপচার) :

ঈশ্বর যখন তাঁর সার্বভৌম প্রজ্ঞা দ্বারা সুসমাচার বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্থির করবেন, তখন তিনি তাঁর কর্মসূচী সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ করবার কাজ আরম্ভ করবেন।

২। মথি ২৪ : ৩৬ পদের সাথে মথি ২৪ : ১৪ পদের তুলনা করুন। এই পদগুলি অনুসারে তাঁর নিজের লোকদের জন্য যীশুর ফিরে আসবার সময় সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি ? ....

১ থিষলনীকীয় ৪ : ১৭ পদে আমরা পড়ি যে, প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশ্বাসীদের "আকাশে তুলে নেওয়া হবে" এবং যোহন ১৪ : ১-৩ পদের প্রতিজ্ঞাত বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। ১ করিন্থীয় ১৫ : ৫০-৫২ পদে পৌল এই ইংগিত করেছেন যে, সকল বিশ্বাসীদের জাগতিক দেহ পরিবর্তিত হবে, মুহূর্তের মধ্যে তাদের নশ্বর দেহকে রূপান্তরিত করে স্বর্গের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হবে। এই ঘটনা ঘটবে হঠাৎ। বিশ্বাসীরা যে যেখানে থাকবেন সেখান থেকেই হঠাৎ করে তাকে তুলে নেওয়া হবে। এই আকস্মিক ঘটনাকে বাইবেলে রাতের বেলা চোর আসার সাথে তুলনা করা হয়েছে (১ থিষলনীকীয় ৫ : ২)।

বিশ্বাসীদের জন্য সুস্পষ্ট বাণী হচ্ছে : যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করে তাদের উপরে শাস্তি বর্তাবে এটা জেনে বিশ্বাসীদের প্রাত্যহিক জীবনে

সদা সতর্ক ও আত্ম-সংযত জীবন-যাপন করতে হবে (১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১-১১)। তাই বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা হল ঃ ১) ঈশ্বরের আগামী ক্রোধ থেকে মুক্তি, ২) তাদের প্রভুর দর্শন লাভ, এবং ৩) তাঁর মত (সদৃশ) হওয়া (১ যোহন ৩ ঃ ২)।

৩। ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭ পদ পড়ুন, তারপর শূন্য স্থানে উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন ঃ

ক) দুই শ্রেণীর বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে ঃ
..... এবং ..... ।

খ) প্রভুর পুনরাগমন সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রত্যাশার ভিত্তি.....
.....উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গ) প্রেরিত পৌল এই ইংগিত করেছেন যে অবিশ্বাসীরা দুঃখ-যাতনায় ভোগে কারণ তাদের দেহের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবনের কোন .....নাই।

১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৫৪ পদ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা এই ইংগিত পাই যে, বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার সময় কতিপয় পরিবর্তন সাধিত হবে। আকাশে তুলে নেবার মুহূর্তে, জীবিত বিশ্বাসীরা 'নশ্বর' দেহ থেকে 'অবিনশ্বর বা অক্ষয়' দেহ লাভ করবেন—এটা হবে চোখের নিমিষে। এর অর্থ হল তারা কখনও মরবেন না। যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে মারা গিয়েছেন প্রথমে তাদের পুনরুত্থান হবে এবং যা 'ক্ষয়শীল' তা থেকে যা 'অক্ষয়' তাতে রূপান্তরিত হবেন। যেহেতু রক্ত-মাংস-অর্থাৎ আমাদের বর্তমান জাগতিক দেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাই সেগুলি এক প্রকার **মহিমান্বিত** দেহে রূপান্তরিত হবে। আমরা এই মহিমাপ্রাপ্ত দেহের সব কিছু বুঝতে না পারলেও জানি তা আর কখনও ব্যাথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি অথবা মৃত্যু-ভোগ করবে না, আর তা হবে অনন্ত জীবি।

বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়ার ঘটনা হঠাৎ করে ঘটবে, আর পিতা ঈশ্বর ছাড়া এর সঠিক সময় আর কেউ জানে না। কিন্তু তবুও

এর সময় সম্পর্কে আমাদের কিছুটা আভাষ-ইংগিত দেওয়া হয়েছে! যীশু বলেছেন যে, আকাশে নানা রকম চিহ্ন বা বিশৃংখলা দেখা যাবে, যার ফলে পৃথিবীর জাতিগণের মধ্যে নানা দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে। আকাশের বিভিন্ন চিহ্ন ছাড়াও পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে (লূক ২১ ঃ ১০, ২৫-২৮ পদ দেখুন)। এই ঘটনা-গুলি হচ্ছে শেষ-কাল আগমণের সংকেত। এগুলি থেকে বিশ্বাসীরা যেমন বুঝতে পারেন যে শীঘ্রই খ্রীষ্টের সাথে তাদের মিলন ঘটবে, তেমনি যেসব প্রিয় পরিজনেরা আগে প্রভুর কাছে চলে গিয়েছেন তাদের সাথেও হবে পুনর্মিলন।

৪। বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়ার মুহূর্তে জীবিত ও মৃত এই উভয় প্রকার বিশ্বাসীদের জাগতিক দেহের কি হবে, সংক্ষেপে বলুন। .....

.....

বিশ্বাসীদের পুরস্কার ঃ

বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে তাদের খ্রীষ্টিয় আচরণের ভিত্তিতে বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত করা হবে (মথি ১৬ ঃ ২৭ ; ২ যোহন ৮ পদ ; প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ১২ পদ দেখুন)। করিন্থের মণ্ডলীকে লিখতে গিয়ে প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচার-আসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে" (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১০)। যে মূল গ্রীক শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'বিচার-আসন' সেটি হল **বীমা**-একটি **পুরস্কার পর্যালোচনা স্থল** বুঝাতে যা ব্যবহৃত হত। এইরূপ একটি স্থান বা আসনের ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেখানে দাড়িয়ে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিচারকেরা প্রতিযোগিতা পর্যালোচনা করেন যেন তারা প্রকৃত বিজয়ীদের স্থির করে তাদের পুরস্কার দিতে পারেন। প্রতিটি বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কাছে তার নিজের জবাব দিহি পেশ করা (রোমীয় ১৪ ঃ ১০-১২)।

ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের বিচার মানে আমাদের খ্রীষ্টিয় সেবা কার্য-পর্যালোচনা। আমরা ঈশ্বরের জন্য কি **পরিমাণ** কাজ করেছি, তা

নয়, কিন্তু আমাদের কাজের **গুণগত মানই** পরীক্ষা করা হবে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সেবা করেছি? তা কি তাঁর প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ আরাধনা ছিল? অথবা আমরা কি আমাদের প্রতিভা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই সেবা করেছি? বাইবেল পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে যে আমাদের কাজের গুণ-মান পর্যালোচনা করা হবে এবং যে সেবা উৎকৃষ্ট সেবার মর্যাদা লাভ করবে তাই-ই পুরস্কৃত হবে। যে সেবা স্বার্থপরতা এবং অহংকারের দ্বারা চালিত তা পুরস্কৃত হবে না (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১১-১৫ পদ দেখুন)।

এই পর্যালোচনা বা পুনরীক্ষণের সময়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে সনাক্ত করা না হলেও কোন কোন বাইবেল পণ্ডিত মনে করেন যে, এটা হবে বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার পরে। ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ যারা প্রত্যাখান করেছে তারা সবচেয়ে শোচনীয় অমঙ্গল, যাতনা ও বিশৃংখলার মধ্যে পতিত হবে পৃথিবীতে যা কখনও দৃষ্ট হয়নি। কিন্তু প্রভুর বিশ্বস্ত দাসগণ তাঁর কাছে গ্রাহ্য হবেন।

৫। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।) শাস্ত্রে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের কাছে তার সেবা কার্যের বিবরণ দিতে হবে, এবং প্রত্যেকে ঃ

ক) তার সেবা বড় হোক কিম্বা ছোট হোক একই পুরস্কার লাভ করবে।

খ) তার সেবার গুণমান ও পরিমাণ এই উভয়ের ভিত্তিতে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

গ) তার সেবার উদ্দেশ্য বা গুণমানের উপর ভিত্তি করে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

ঘ) হয় পুরস্কার কিম্বা শাস্তি লাভ করবে।

৬। আপনার নোট খাতায় নীচের প্রতিটি কথার এক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন ঃ

ক) বিশ্বাসীর মহিমা প্রাপ্ত দেহ।

খ) যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি।

গ) আকাশে তুলে নেওয়া (র‍্যাপচার)।

ঘ) **গৌরবময় প্রত্যাশা।**

ঙ) যীশু খ্রীষ্টের বিচার-আসন।

মহা ক্লেশ ঃ

মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায় এবং লূক ২১ অধ্যায়ে শেষ কাল সম্পর্কিত আলোচনায় যীশু তাঁর শিষ্যদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন ঃ (১) বর্তমান মন্দির কখন ধ্বংস করা হবে? এবং (২) আপনার পুনরাগমন এবং শেষ যুগের চিহ্নগুলি কি?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জন্য যীশু যে উত্তর দিয়েছিলেন সেগুলি এমন ভাবে একত্রে মেশান যে, তাঁর উত্তরের কোন্ অংশ মন্দির ধ্বংস ও যিহূদীদের ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার (বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বার) কথা বলে—যা অতি শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছিল, আর কোন্ অংশ "যুগের শেষে" যীশুর পুনরাগমনের বিভিন্ন চিহ্নের কথা বলে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

যীশু শেষ কালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে দানিয়েল ভাববাদির কয়েকটি ভাববাণী উল্লেখ করেছেন (মথি ২৪ ঃ ১৫)। আর এর ফলে যীশুর উত্তর উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যিহূদী জাতির ইতিহাস এবং বর্তমানে আমাদের আলোচ্য ঘটনাবলীর সাথে তাদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে আমরা বিশেষ উপকৃত হব। ঈশ্বর যিহূদী জাতি এবং তাদের রাজধানী নগর যিরূশালেম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর একটি সাধারণ রূপ রেখা দিয়েছেন (দানিয়েল ৯ ঃ ২৪-২৭)। এই রূপরেখা বা চিত্রটি এমন একটি সময় কাঠামোর উপরে প্রতিষ্ঠিত যিহূদী জাতির অতীত ইতিহাস এবং তাদের ভবিষ্যৎ এই উভয়ই যার অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তুতি হিসেবে দানিয়েল ৯ অধ্যায় পড়ুন।

বাইবেলের ইতিহাসে ও ভাববাণীতে যিহূদী জাতির চিত্র ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ দানিয়েল ৯ অধ্যায় এবং আমোষ ৯ অধ্যায়ে প্রদত্ত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর তালিকা থেকে এদের মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যেই ঘটেছে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

দানিয়েলের দর্শন ঃ

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা পড়ি যে, প্রতি সপ্তম বছরে ভূমির বিশ্রামকাল পালনে যিহূদী জাতির ব্যর্থতার কারণে ঈশ্বর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তারা সত্তর বছর যাবৎ শত্রু-দেশে নির্বাসিত থাকবে। (বিশ্রাম বৎসর এবং তা পালন করতে না পারার ফল সম্পর্কে জানবার জন্য লেবীয় ২৫ ঃ ২-৭, এবং ২৬ ঃ ১৪-১৬, ৩১-৩৫ পদকে ২ বংশাবলী ৩৬ ঃ ২১ পদের সাথে তুলনা করুন।) দেখা যায় যে লোকেরা ৪৯০ বৎসর যাবৎ বিশ্রাম বৎসরগুলি পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের এই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাববাণীটি ২৪-২৭ পদে উল্লিখিত সত্তর গুণ সাত বছর, বা সত্তর 'সপ্তাহ' বৎসর-কাল যাবৎ আবর্তিত।

ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তর সপ্তাহ

"তোমার জাতির (যিহুদী জাতি) ও তোমার পবিত্র নগরের (যিরূশালেম) সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে"

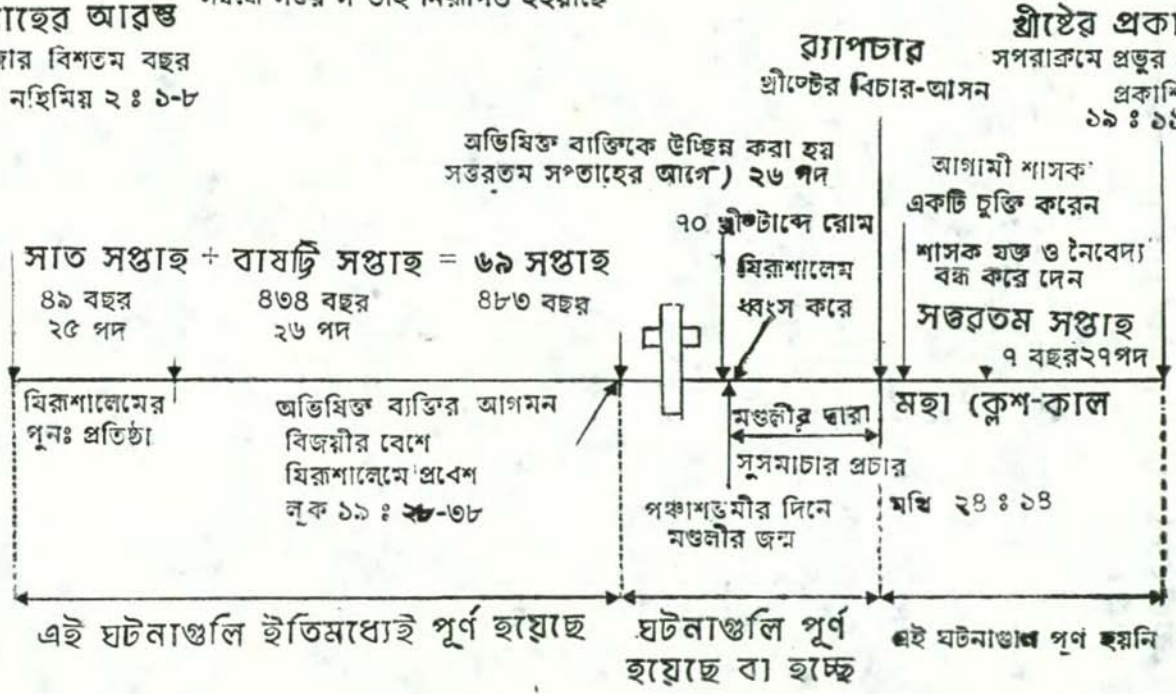

ইস্রায়েল জাতি বছরের 'সপ্তাহ' গণনায় অভ্যস্ত ছিল, কারণ প্রতি **সপ্তম** বছর ছিল ভূমির জন্য **বিশ্রাম-বছর** (লেবীয় ২৫ ঃ ৩-৪)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মহা জুবিলি যা প্রতি পঞ্চাশতম বছরে অনুষ্ঠিত হোত, তা এই গুরুত্বপূর্ণ **বছর-সপ্তাহ** সাত গুণ সাত বছর, বা সপ্তাহ বছরের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হত (লেবীয় ২৫ ঃ ৮-৯ পদ দেখুন)। এই পঞ্চাশতম বছরে সমস্ত ঋণ বাতিল করা হোত, দাসদের মুক্তি দেওয়া হোত এবং জমি-জমা মূল স্বত্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোত।

৭০ বছরের বন্দি জীবন যখন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে তখন একজন দূত পাঠিয়ে দানিয়েলের মাধ্যমে যিহূদী জাতির সাথে ঈশ্বরের আচরণে এক নতুন যুগের আরম্ভ ঘোষণা করা অস্বাভাবিক ব্যাপার বৈকি। দানিয়েলের ভাববাণী থেকে আপনি দেখতে পাবেন যে যতকাল যাবৎ বিশ্রাম বৎসর লংঘন করা হয়েছিল এই নতুন যুগের বিস্তারও তত বৎসর হবে, অর্থাৎ **৪৯০ বছর** (সত্তর গুণ সাত বৎসর)। দানিয়েলের দর্শনে কি কি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে আমরা সংক্ষেপে সেগুলি পর্যালোচনা করব, পরে আমরা দর্শনটির ব্যাখ্যা পাঠ করব।

১। ভাববাণীটি দানিয়েলের আপন জাতি যিহূদী, এবং তাঁর পবিত্র নগরী যিরূশালেম সম্পর্কে (২৪ পদ)।

২। ভাববাণীটির সাথে সংশ্লিষ্ট সময় কাল হচ্ছে সত্তর গুণ সাত বছর, অর্থাৎ এর মানে ৪৯০ বছর।

৩। এই সময় কালে যে সমস্ত কার্যাবলী সুসম্পন্ন হবে ঃ

ক) অধর্ম সমাপ্ত করা।

খ) পাপ শেষ করা।

গ) অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা।

ঘ) মহা পবিত্রকে (বা অতি পবিত্র স্থানকে) অভিষেক করা।

ঙ) অনন্তকাল স্থায়ী ধার্মিকতা আনা (২৪ পদ)।

৪। প্রথমে সংশ্লিষ্ট সময়-কাল ছিল সাত গুণ সাত (৪৯ বছর) এবং বাষট্টি গুণ সাত (৪৩৪ বছর), সর্বমোট উনসত্তর গুণ সাত (৪৮৩ বছর—২৫ পদ দেখুন)।

৫। এক সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে সময়ের **আরম্ভ** হয়েছে ঃ যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করবার আজ্ঞা ঘোষণা করা হলে।

৬। এক সুনির্দিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক সময় কালের সমাপ্তি ঃ অভিষিক্ত ব্যক্তির আগমন এবং অল্প কালের মধ্যেই তাকে বধ করা (২৫-২৬ পদ)।

৭। দুই জন শাসক দেখা যায় ঃ **অভিষিক্ত ব্যক্তি** (যীশু), এবং **আগামী নায়ক** (খ্রীষ্টারী)—যার প্রজাগণ নগর ও ধর্মধাম ধ্বংস করবে (২৫-২৬ পদ)।

৮। এর পরে সর্বশেষ সাত বছর (বা সপ্তাহ বছর) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, এই সময় আগামী নায়ক (খ্রীষ্টারী) সাত বছর কালের জন্য যিহূদী জাতির সঙ্গে একটি চুক্তি বা নিয়ম স্থাপন করবে। কিন্তু এই সময় কালের অর্ধ পথ, অর্থাৎ সাড়ে তিন বছর পরে এই আগামী নায়ক তার চুক্তি ভঙ্গ করবে, সে যিহূদি ধর্ম-কর্ম বন্ধ করে দেবে এবং নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মন্দির ধ্বংস করে দেবে।

৭। পূর্ববর্তী তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দানিয়েলের দর্শনে যে সময় কাল আলোচিত হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে—

ক) যিহূদী জাতি কতবার তাদের বিশ্রাম বৎসর পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

খ) যে শাসকেরা যিহূদী জাতির উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে তাদের সংখ্যা।

গ) এক বছরে মোট সপ্তাহের সংখ্যা।

দর্শনটির অর্থ ব্যাখ্যা ঃ

এখন আমরা এর উল্লেখযোগ্য দর্শনটির অর্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব, দানিয়েল ৯ ঃ ২৫ পদে এর আরম্ভ হয়েছে ঃ

অতএব তুমি জ্ঞাত হও, বুঝিয়া লও, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করিবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি, নায়ক, পর্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে, উহা চক ও পরিখাসহ পুনরায় নির্মিত হইবে, সংকট কালেই হইবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং তাঁহার কিছুই থাকিবে না (২৫-২৬ পদ)।

লক্ষ্য করবেন যে অর্তক্ষস্ত রাজার বিশতম বছরে যিরূশালেম পুনঃস্থাপন ও পুনঃনির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল (নহিমিয় ২ ঃ ১-৮)। সতর্ক ভাবে ঐতিহাসিক বিবরণাদি পর্যালোচনা করে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, এই আদেশ ৪৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দেওয়া হয়েছিল। নগরটি বাস্তবিকই সংকট কালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। অতঃপর এর ৪৩৪ বছর পরে হুবহু ভাববাণীর কথা মতই সেই অভিষিক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। বাইবেলের পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সতর্ক ভাবে হিসাব করে বের করেছেন যে, অর্তক্ষস্ত রাজার আদেশের ঠিক ৪৮৩ বছর পরে সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা শেষে বিজয়ীরূপে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন (লূক ১৯ ঃ ২৮-৩৮)। আর এর অল্প দিন পরেই ক্রুশারোপণের মাধ্যমে তাঁকে বধ করা (উচ্ছিন্ন করা) হয়েছিল।

দানিয়েলের দর্শনে এর পরে স্বর্গদূত তাকে বলেছেন যে আগামী শাসন কর্তার (নায়কের) প্রজারা অভিষিক্ত ব্যক্তির উচ্ছিন্ন হওয়ার পরে যিরূশালেম নগরী ও ধর্মধাম বিনষ্ট করবে (২৬ পদ)। ভাববাণীর এই অংশটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, ঐ সময় রোমীয় সৈন্যেরা যিরূশালেম নগরী ধ্বংস করে, এর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে, ধর্মধাম (মন্দির) পুড়িয়ে দেয় এবং এর গাঁথুনির পাথরগুলিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (মথি ২৪ ঃ ২)। এই সময়েই একটি সার্বভৌম (স্বায়ত্ব শাসিত) জাতি হিসেবে যিহূদী জাতি অর্থাৎ ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। এই জাতির লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং ঈশ্বর যে দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যগুলির কথা বলেছিলেন (দানিয়েল ৯ ঃ ২৪) সেগুলি আপাততঃ মুলতবী রয়েছে বলে বোধ হয়েছে।

দানিয়েলের দর্শনের সর্বশেষ সাত এর বা সত্তরতম সপ্তাহের ঘটনাবলী এখন পর্যন্ত সাধিত হয়নি। শেষ কাল বিচারে যিহূদি জাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার এই সর্বশেষ সময়টির ব্যাপারে আমরা বিশেষ ভাবে আগ্রহী। তাই, এমন কি ঘটেছে যার ফলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সময় কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরেছে, তা আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমরা যিহূদী জাতির প্রাচীন কাল নিয়ে শুরু করব।

ইস্রায়েল জাতি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করলে পর ঈশ্বর পরিষ্কার ভাবেই তাদের বলেছেন যে তারা যদি তাঁর ব্যবস্থার প্রতি **বাধ্য** থাকে তাহলে তারা আশীর্বাদের ভাগী হবে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ঃ ১-১৪)। আর তারা **অবাধ্য** হলে তাদের উপর কি কি অমঙ্গল বর্তাবে তা-ও তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন (লেবীয় ২৬ঃ ১৪-৪৫; দ্বিঃ বিঃ ২৮ঃ ১৫-৬৮)। বাইবেলে আমরা এই ইংগিত পাই যে, তাদের অবাধ্যতা এবং দুরারোগ্য পাপ প্রবণতার ফলে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রজাদেরকে তাদের নিজ দেশ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছেন। তারপর দেশটিকে তিনি জন বসতি শূন্য করেছেন (যিশাইয় ৬ঃ ১১-১২; ১৭ঃ ৯; ৬৪ঃ ১০)। পূর্বে ৭০ বছরের নির্বাসিত জীবন লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব রোমীয়দের বিজয়ের ফলে যিহূদী জাতির লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারীতে পরিণত হয়েছিল এবং শত্রুভাবাপন্ন পরজাতীয় দেশে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

এইরূপে **মনোনীত জাতি** ইস্রায়েলকে কিছু কালের জন্য প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রেমময় ও দয়ালু ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন না (লেবীয় ২৬ঃ ৪৩-৪৫), কিন্তু তাদের স্মরণে রাখবেন এবং পৃথিবীর প্রান্ত থেকে তাদের সংগ্রহ করবেন (যিশাইয় ১১ঃ

১১-১২)। বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা যিহূদীদেরকে তাদের 'পিতা' অব্রাহামকে অনন্ত অধিকারের জন্য প্রদত্ত দেশে একত্রিত করবেন (যিরমিয় ১৬ ঃ ১৪-১৬)।

৮। কোন্ ঘটনাটি (দানিয়েলের ভাববাণীর একটি পূর্ণতা) জাতি হিসেবে যিহূদীদের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল এবং তারা পৃথিবীর সব জায়গায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল ?

.....

ইস্রায়েলের প্রত্যাবর্তন ঃ

অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় হোল বহু শতাব্দি যাবৎ অমানুষিক নির্যাতন ভোগের পরে বর্তমান শতাব্দির শুরুতে যিহূদী জাতির লোকেরা আবিষ্কার করে যে, এখন আর তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। ফলে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আর এর ফল হিসেবে তারা প্রতিজ্ঞাত দেশের সাথে তাদের প্রাচীন সংযোগের কথা ভুলে যেতে শুরু করে।

কিন্তু ডক্টর থিওডোর হার্সেল নামে ইউরোপের একজন ইহুদি নেতা উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে রাশিয়ায় ইহূদিদের (যিহূদী) উপর নির্যাতন ঘটতে দেখে শংকিত হন। অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে মনে করে তিনি প্যালেস্টাইনে তাদের একটি জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করেন। তার এই "জাইওনিস্ট আন্দোলন" গড়ার চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ জার্মানীর যিহূদীরা বলেছিল, "আমরা জাইওন (সিয়োন = যিরূশালেম) সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। জার্মানীই আমাদের পালেস্টাইন আর মিউনিকই আমাদের যিরূশালেম।"

ইউরোপ যখন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন যিহূদীদের জীবনও কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে 'জাইওনিস্ট আন্দোলন' বৃটিশ সরকারের উপরে চাপ দিতে

থাকলে তা শেষে **বেলফোর ডিক্লেয়ারেশন** (বেলফোর ঘোষণা পত্র) প্রকাশ করে। এই দলিলে প্যালেস্টাইনে যিহূদীদের একটি বাসভূমি প্রতিষ্ঠার কাজে বৃটিশ সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের পরে বৃটেন পবিত্র দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে যিহূদীদের পালেস্টাইনে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হয়। বহু যিহূদী স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল এবং যে আরবেরা বহু শতাব্দি ধরে সেখানে বাস করছিল, তাদেরই পাশাপাশি বসতি স্থাপন করেছিল।

এর পরে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ লেগে গেল এবং যিহূদীদের উপরে অত্যাচারও বেড়ে গেল বহু গুণ। ইউরোপে এই নির্যাতন এমন ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছিল যে, বহু যিহূদী সম্যক ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ইউরোপ থেকে বেরিয়ে তাদের প্রাচীন দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষার অন্য কোন পথ তাদের নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বহু যিহূদী পরজাতীয় দেশগুলি থেকে তাদের আস্তানা উঠিয়ে প্যালেস্টাইনে ফিরে এলো। ১৯৪৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ফিরে আসা যিহূদীরা আধুনিক ইস্রাইল রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণা করল। শীঘ্রই আমোষ ৯ঃ ১৪-১৫ পদের ভাববাণী আক্ষরিক ভাবে পূর্ণ হতে শুরু করল ঃ

> আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের বন্দিদশা ফিরাইব; তাহারা ধ্বংসিত নগর সকল নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। আর আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব; আমি তাহাদিগকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না; তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

দেশটি আপাতঃদৃষ্টে প্রায় ২০০০ বছর যাবৎ মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তা একটা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে (যিশাইয় ৩৫ঃ ১-২)। যিশাইয় ভাববাদির ভাববাণী অক্ষরে

অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। পতিত স্থান সকল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, ধ্বংসিত নগরগুলি আবার লোক বসতি পূর্ণ হয়েছে, সেগুলি পুনঃ নির্মিত ও শক্তিশালী হয়েছে (যিহিষ্কেল ৩৬ ঃ ৩৩-৩৬ ; এছাড়া যিশাইয় ৬১ ঃ ৪ পদ দেখুন)।

একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রতিশ্রুতির দেশকে যিহূদীদের জন্য প্রস্তুত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যিহূদীদেরকে তাদের স্বদেশের জন্য প্রস্তুত করেছে। আর আগামীতে একটি যুদ্ধ তাদেরকে তাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করবে।

যারা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত, তারা জানেন যে, যিহূদীরা তাদের প্রাচীন বাসভূমিতে ফিরে আসবার ফলে ঐ দেশের দীর্ঘকাল বসবাসকারী বহু প্যালেস্টাইনী জায়গা জমি হারিয়ে বাস্তহারায় পরিণত হয়েছে এবং মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য বহু দেশে গিয়ে শরণার্থী হয়েছে। আর তা যিহূদী ও তাদের আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মন-কষাকষির সৃষ্টি করেছে। পরে আমরা দেখতে পাব যে, এই অবস্থা পরিশেষে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত ভাববাণীর পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করবে।

ভাববাণীর এই চিত্রটি স্মরণে রেখে আমরা এখন দানিয়েল ৯ ঃ ২৭ পদের বিষয়-বস্তু আলোচনা করব যার সংশ্লিষ্ট বিষয় হোল "আগামী নায়ক", এবং ২৪ পদে ঈশ্বরের আদিষ্ট বিষয়গুলির সম্পূর্ণতা।

৯। এই অংশে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে ভাববাণীর যে ঘটনাগুলি ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) অবাধ্যতা হেতু ৭০ বছর যাবৎ যিহূদীদের নির্বাসন ভোগ।

খ) ৭০ বছর নির্বাসিত জীবনের পরে যিরূশালেম নগরীর পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ।

গ) অভিষিক্ত ব্যক্তির আগমন।

ঘ) খ্রীষ্টারীর আগমন।

ঙ) অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করা (বধ করা)।

চ) আগামী নায়কের প্রজাগণ পবিত্র নগরী এবং মন্দির ধ্বংস করে।

ছ) এক সার্বভৌম জাতি হিসেবে যিহূদী জাতির সমাপ্তি।

জ) আমোষ ৯ অধ্যায়ের এই ভাববাণী ঃ ইস্রায়েল জাতিকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তারা স্বদেশে ফিরে এসে আবার ফলের বাগান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

ঝ) যিহূদী জাতি এবং **আগামী নায়কের** মধ্যে চুক্তি যা সাড়ে তিন বছর পরে ভঙ্গ করা হবে।

দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ খ্রীষ্টারির সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং হরমাগিদোনের যুদ্ধ সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমরা দেখেছি যে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করবার (বধ করবার) পরে জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছিল। এই একই সময় কাঠামোর মধ্যে মণ্ডলী জন্ম লাভ ক'রে তার ঈশ্বর-দত্ত দায়িত্ব সম্পাদন করতে আরম্ভ করেছিল। রোমীয় ৯-১১ অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু মধ্যবর্তী কালে বিশ্বাসীদের দ্বারা জগতের লোকদের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর বলবার মাধ্যমে ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর সুসমাচার প্রচারের মাধ্যম রূপে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। অভিষিক্ত ব্যক্তির উচ্ছেদ এবং ইস্রায়েল সম্পর্কে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সম্পূর্ণতা সাধনের মধ্যবর্তী সময়ে মণ্ডলী তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শাস্ত্রীয় নিদর্শন এই সত্যটির প্রতি ইংগিত করে যে মণ্ডলী প্রভুর আগমনের অপেক্ষারতা, যিনি এসে তাকে তুলে নেবেন (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৫২, ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭)। মণ্ডলীর মাধ্যমে কার্যরত পবিত্র আত্মা আগামী নায়কের (শাসকের) দুষ্ট পরিকল্পনা প্রতিহত করছেন বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২)। মণ্ডলীকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাশে তুলে নেওয়া

হলে পরেই এই স্বেচ্ছাচারী শাসক প্রকাশিত হবে। তখন ঈশ্বর আবারও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন এবং সত্তরতম সপ্তাহের ঘটনাবলী একে একে সম্পন্ন হবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে দানিয়েল ৯ ঃ ২৪-২৭ পদের কথাগুলি যিহূদী জাতি সম্পর্কে। এই সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যিরমিয় ভাববাদি ইস্রায়েলের অভিজ্ঞতাকে সন্তান প্রসবকারী একজন মায়ের যাতনার সাথে তুলনা করেছেন (যিরমিয় ৩০ ঃ ১-১১)। এই সময়ের দুঃখ-কষ্ট হবে ইতিহাসে নজির বিহীন। তা হবে "যাকোবের সংকট কাল" (৭ পদ)। এর মানে "ইস্রায়েল জাতির দুঃখ-কষ্টের কাল।" এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট কিরূপে আসবে ?

খ্রীষ্টারী ঃ

আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে দানিয়েল ৯ ঃ ২৬ পদে আগামী নায়কের (শাসকের) কথা বলা হয়েছে এবং ২৭ পদে তার কার্যাবলী প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন যে, এই ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে "এক সপ্তাহের" (সাত বছরের) জন্য একটি চুক্তি স্থাপন করবে। দৃশ্যতঃ মধ্যপ্রাচ্যে যিহূদী ও তাদের আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে ও একটি বড় ধরণের সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করতে উদ্যত হবে। এইরূপ সময়ে **আগামী শাসক** (খ্রীষ্টারী) শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হবে। তার কূটনৈতিক সাফল্য একটি মহান বিজয় রূপে অভিনন্দিত হবে, জগতের লোকেরা এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি রূপে তার প্রশংসা করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ৪)।

ইস্রায়েল তার শান্তির নিশ্চয়তার জন্য এই শান্তি স্থাপনকারীর উপর নির্ভর করবে। ব্যয়বহুল সামরিক অস্ত্র-সজ্জার চিন্তা মুক্ত হয়ে যিহূদী জাতির লোকেরা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবে ঃ তারা দেশের উন্নয়ন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, এবং আরও অনেক স্থানচ্যুত লোকদের জন্য

বাসস্থান ও কর্ম সংস্থানের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হবে। শান্তি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে সেই **শান্তি স্থাপনকারীকে** "অবাধ্যতার পুরুষ" বলে চেনা যাবে (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৩)।

কিছুকালের জন্য সমগ্র এলাকার অবস্থা ভালই যাবে, কিন্তু চুক্তি কালের মাঝামাঝি সময়ে শাসক তার কথা ভঙ্গ করবে (দানিয়েল ৯ ঃ ২৭)। বাইবেলের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে ইস্রায়েলের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হরণ করবে। তাদের নিষ্ঠাবান উপাসনার বদলে সে মন্দিরে জঘন্য বস্তু স্থাপন করে তা মারাত্মক ভাবে অপবিত্র করবে। সে যেহেতু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবে (নিজের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করবে) এবং সকলের আরাধনা (পূজা) চাইবে (দেখুন ২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৪, ৮-১১ ; প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৩-১৫), তাই সে মন্দিরে নিজের একটি মূর্তি স্থাপন করবে এবং যিহূদীদেরকে ঐ মূর্তির পূজা করতে হবে নতুবা মরতে হবে। এক বিশেষ প্রতিনিধি তাকে সাহায্য করবে, যাকে আমরা বলতে পারি তার "প্রচার মন্ত্রী।" এই ভণ্ড ভাববাদী নানা আশ্চর্য কাজ সাধন করবে এবং লোকদের উপরে এক শক্তিশালী মন্দ প্রভাব বিস্তার করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৩ ; ১৬ ঃ ১৩)।

যীশু এই চরম ঈশ্বর নিন্দার কাজের প্রতি ইংগিত করে একে "সর্বনাশা ঘৃণার বস্তু" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ঃ "নবী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে সর্বনাশা ঘৃণার জিনিষের কথা বলা হয়েছিল, তা তোমরা পবিত্র জায়গায় রাখা হয়েছে দেখতে পাবে। সেই সময় যারা যিহূদীয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক" (মথি ২৪ ঃ ১৫-১৬)। শেষ কালের অমঙ্গলে চক্র যখন ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করতে চাইবে তখন যিহূদীরা কিরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হবে শক্তিশালী প্রতীকী ভাষা থেকে আমরা তা জানতে পারি (দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১৩-১৭ ; দানিয়েল ১২ ঃ ১, ৬-৭)।

এই একই সময়-কালে অযিহূদীদের ও নানা প্রকার বিশৃংখলা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে, কারণ পৃথিবী-বাসীদের উপরে তিন দফা শাস্তি আসবে। প্রকাশিত বাক্য ৬, ৮, ৯, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায়ে, সময়ের সাথে সাথে "আগামী শাসকের" রাজ্যের উপরে ঈশ্বরের যে ক্রম বর্দ্ধমান ক্রোধ নেমে আসবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মন্দ শাসক নিজেকে শক্তিশালী করবার প্রয়াসে অর্থ ও ঋণদানের উপরে বিশ্বব্যপী নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করবে। এই পথে সে লোকদেরকে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করতে সক্ষম হবে, কারণ এই শাসকের জন্য আবশ্যকীয় পরিচয় চিহ্ন গ্রহণ না করে কেউই ব্যবসা করতে পারবে না (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৬-১৭)। এইরূপে এক বিশ্বব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সে বাধার সম্মুখীন হবে। এইরূপে, যুদ্ধ-বিগ্রহ-ই হবে তার সাত বছর কাল শাসনের শেষ অর্দ্ধাংশের বৈশিষ্ট্য।

ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে যিহিষ্কেল ভাববাদি বলেছেন, "অবাধ্যতার পুরুষের" দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তা ভোগকারী ইস্রাইল উত্তরাঞ্চলীয় জাতিদের এক মৈত্রী জোটের দ্বারা আক্রান্ত হবে। এই যুদ্ধে ঈশ্বরবিহীন জাতিগুলি ইস্রাইলকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁর প্রজাদের জন্য চিন্তা করেন তা তারা ভাবেনি। আক্রমণ এলে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের রক্ষা করবেন এবং আক্রমণকারীদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন (যিহিষ্কেল ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়)। অন্যান্য শক্তি ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং "অবাধ্যতার পুরুষকে" তার শাসন কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হবে।

হর্‌মাগিদোন ঃ

দানিয়েলও উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন স্থানে শত্রু পক্ষের উদয় হবে। আর "অবাধ্যতার পুরুষ" একে একে তার শত্রু পক্ষকে নির্মূল করতে অগ্রসর হবে (দানিয়েল ১১ ঃ ৪০-৪৫)। শেষ সময়ের

দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মতানৈক্যের (মতের অমিল) ফলে তার সমস্ত পৃথিবীর উপর সার্বভৌম শাসনে ফাটল ধরবে। শেষ সময় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বর পৃথিবীর সৈন্যদের একত্রিত করবেন এবং **হর্‌মাগিদোন** (প্রকাশিত বাক্য ১৬ ঃ ১৬) নামক স্থানে ইতিহাসের সর্বৃহৎ ও সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

কিন্তু হর্‌মাগিদোনের যুদ্ধের ফলাফল মানুষের আধুনিকতম অস্ত্র-শস্ত্র, সেনাবাহিনীর আয়তন, কিম্বা যোদ্ধাদের উৎসর্গ চিত্ততার দ্বারা নির্ণীত হবে না। **এই পৃথিবী-গ্রহের বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে একত্রিত সৈন্যবাহিনীকে ঈশ্বর বিস্ময়ে হতবাক করে দেবেন।** ফল হবে এতই ভয়ানক যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না (প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১৯-২১ পদ দেখুন)।

উদ্ধত লোকেরা যে এই যুদ্ধে কেবল ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করবে, তা নয়, তারা ইস্রাইলকে ধ্বংস করতে চাইবে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আবির্ভূত হওয়ার ফলে কয়েকটি ঘটনা ঘটবে। ইস্রাইল তার শত্রুদের বিনাশ দেখে হঠাৎ করেই তাদের মনে পরিবর্তন আসবে (দেখুন সখরিয় ১৪ ঃ ৪-৫, ১২-১৫)। তাদের পিতৃপুরুষেরা যাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল সেই যীশুকেই তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখবে। এখন সেই বিদ্ধ ব্যক্তিই তাদের মহান উদ্ধার সাধন করেছেন। তাঁর আবির্ভাবে যিহূদীদের মধ্যে যারা জীবিত তারা শোকে বিহবল হবে (সখরিয় ১২ ঃ ১০-১৩ ঃ ১)। এবং যিনি প্রভুর নামে আসেন তারা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে। দানিয়েল ৯ ঃ ২৪ পদে উল্লিখিত ঈশ্বরের পরিকল্পনার আরও অনেক বিষয়ের প্রতি এখন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পরের অংশে আমরা তা দেখতে পাব।

১০। খ্রীষ্টারীর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা এবং হরমাগিদোনের যুদ্ধ সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি সত্য ?

ক) খ্রীষ্টারীর অন্যান্য নাম হল **আগামী নায়ক** এবং **অবাধ্যতার পুরুষ**।

খ) যে অভিষিক্ত ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

গ) মণ্ডলীর জন্ম হলে পর ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

ঘ) আগামী নায়কের আবির্ভাবের আগে মণ্ডলীকে "তুলে নেওয়া হবে" (র‍্যাপচার)।

ঙ) ইস্রায়েল জাতিকে শেষ-কালের দুঃখ-কষ্ট ও মহা ক্লেশ থেকে রক্ষা করা হবে।

চ) খ্রীষ্টারি ইস্রাইলের সাথে সাত বছর মেয়াদি শান্তি-চুক্তি পূর্ণ করবে। তা হবে বিশ্বব্যাপী মহা শান্তি ও সমৃদ্ধির সময়।

ছ) শাস্ত্রে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে খ্রীষ্টারি ইস্রাইলের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং পবিত্র মন্দিরের অবমাননা করবে।

জ) খ্রীষ্টারি সমগ্র পৃথিবীর উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ-করবে এবং ব্যবসা করতে ইচ্ছুক প্রত্যেকের উপরে জোর পূর্বক তার পরিচয় চিহ্ন আরোপ করবে।

ঝ) হরমাগিদোনের যুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র-শাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একত্রিত সেনাবাহিনীই প্রথম আঘাত হানবে।

ঞ) শেষ-কালে যিহূদী জাতির কাছে যীশু তাদের প্রভু হিসেবে প্রকাশিত হবেন।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ কোন অবস্থার ফলে খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে তা ব্যাখ্যা করতে এবং দুই পরস্পর বিরোধী নেতার ফল কি হবে তা বর্ণনা করতে পারা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঃ

যখন মহাক্লেশ-কালীন ঘটনাবলী ঘটবে তখন বিশ্বাসীরা তাদের প্রভুর সঙ্গে থাকবেন। পাপাচারের জোয়ারে মানুষের পাপ যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে তখন প্রভুর-আগমণের দ্বিতীয় দিকটি সংঘটিত হবে ঃ

জগতের লোকদের কাছে এবং পৃথিবীর সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর কাছে তাঁর প্রকাশ প্রাপ্তি (প্রকাশিত বাক্য ১ ঃ ৭ ; ১৯ ঃ ১১-২১)। এই সময়ে বিশ্বাসীরা ও প্রভুর সঙ্গে পৃথিবীতে আসবেন (কলসীয় ৩ ঃ ৪)।

অতএব, এই সময়ে দু'টি অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যে তা আর সহ্য করা যাবে না। প্রথমটি হল **মানুষের ঈশ্বর ভক্তি-হীনতা** এবং **স্বার্থপরতা**। এই কারণে দুই জন স্বর্গদূত চিৎকার করে বলেন যে পৃথিবীর ফসল পুরোপুরি পেকে গেছে (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৫)। বিচারের উদ্দেশ্যে ফসল সংগ্রহের সময় হয়েছে। যে ঈশ্বর মানুষকে পছন্দ-অপছন্দ করবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তিনি আর তাকে তার বিকৃত কামনা-বাসনা অনুসরণ করতে দেবেন না। সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, তারা চুপ হয়ে যাবে। চিরতরে পাপের সমস্যাটির সমাধান করা আবশ্যক। সেই দুই স্বর্গদূতের ঘোষণার প্রতি সাড়া দিয়ে আর একজন স্বর্গদূত (আলংকারিক ভাষায়) পৃথিবীর উপরে তার কাস্তে লাগিয়ে আঙ্গুর, কেটে জড় করবেন এবং ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতীক, আঙ্গুর মাড়াই করবার গর্তে সে সব ফেলে দেবেন (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৯)।

দ্বিতীয় আর একটি অবস্থা ঈশ্বর সহ্য করবেন না, তা হল **ইস্রায়েলের উপর নির্যাতন**। আমরা যেমন দেখেছি, প্রভুর ভ্রাতৃগণকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই হবে অবাধ্যতার পুরুষের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঈশ্বর চিরকাল দাঁড়িয়ে থেকে এই মন্দ উদ্দেশ্য সাধিত হতে দেবেন না। তাঁর হস্তক্ষেপ করবার সময় আসবে, আর তা তাঁকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে সাহায্য করবে।

১১। (একটি উত্তর মনোনীত করুন)। প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৯ পদের আলংকারিক ভাষার অর্থ এই যে, এমন এক সময় আসবে যখন ঈশ্বর—

ক) পৃথিবীর সকল গাছ-পালা ধ্বংস করবেন।
খ) তাঁকে অগ্রাহ্যকারী পাপী লোকদের উপরে তাঁর চরম শাস্তি আনবেন।

গ) মণ্ডলীকে (আকাশে) "তুলে নেবেন"
ঘ) দুষ্ট লোকদের নিজেদের দ্বারাই তাদের ধ্বংস ঘটাবেন।

প্রকৃত ঘটনা ঃ

প্রথম বার যীশু যাতনা-ভোগকারী দাস হিসেবে জগতে এসেছিলেন। তিনি অজ্ঞাত-অপরিচিত ছোট একটি গ্রামে কোন রকম আচার-অনুষ্ঠান বা স্বীকৃতি ছাড়াই এসেছিলেন। যিহূদার এক নির্জন পর্বত-পার্শ্বে স্বর্গীয় বাহিনী যখন তাঁর জন্মকে স্বাগত জানাচ্ছিল তখন কয়েকজন মেষ পালক সেই মহিমা দেখেছিল (লূক ২ ঃ ৮-১৫)। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমণে তিনি সেই একই দেশে গৌরব ও সম্মানের সঙ্গে আসবেন। এই বার তিনি আর মানুষকে অনুরোধ করবেন না। তিনি আসবেন ধ্বংস করতে, জয় করতে, এবং জোর-পূর্বক তাঁর কর্তৃত্ব আরোপ করতে।

স্বর্গীয় সেনা-বাহিনী তাদের নেতা যীশুর সঙ্গে আসবেন, আর পৃথিবীর মানুষ তা দেখতে পাবে। আমাদের প্রভু এবং অবাধ্যতার পুরুষের সেনাবাহিনীর মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধে স্বর্গীয় বাহিনী অংশ গ্রহণ করবে। আমাদের প্রভুর প্রকাশ প্রাপ্তিতে কি কি ঘটবে আমরা সংক্ষেপে তা লক্ষ্য করব ঃ

১। এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হবে বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটার (প্রকাশিত বাক্য ১৬ ঃ ১২-২১ ; ১৯ ঃ ১১-২১)।
২। আমাদের প্রভু নিজেকে রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হিসেবে প্রকাশ করবেন। শয়তান, যে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর রাজ্যগুলির উপরে তার কর্তৃত্ব আরোপ করেছে, তাকে অপ-সারণ করা হবে এবং ন্যায়-সংগত রাজা যীশু তাঁর রাজকীয় পদ গ্রহণ করবেন।
৩। যীশু শয়তানের শক্তি সমূহের নেতাদের আগুণের হ্রদে নিক্ষেপ করবেন, ফলে তাদের কোন ক্ষমতা থাকবেনা (প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১৯-২১)।

৪। অবশ্য, আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবার বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে। আমাদের প্রভুর ফিরে আসবার ফলে যিহূদী জাতির লোকেরা অনুতপ্ত ও শোকাভিভূত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাবে। এমন এক আত্মিক নবায়ন ঘটবে যা ইতিহাসে নজির-বিহীন ঃ আত্মিকভাবে অন্ধ এই সমস্ত লোকেরা তাদের কঠিন প্রস্তরময় হৃদয়ের বদলে মাংসময় হৃদয় লাভ করবে, সেই সঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্তার আজ্ঞা পালনের জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি ও তাদের দেওয়া হবে (যিহিষ্কেল ৩৬ ঃ ২৬-২৭)।

৫। পরিশেষে মহিমার সঙ্গে আমাদের প্রভুর আগমণের ফলে বিশ্ব-ব্যাপী এক ধার্মিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—তা হবে বর্ষ–সহস্র বা মিলেনিয়াম যুগ। মথি ২৫ ঃ ৩১-৪৬ পদে এই রাজ্যে প্রবেশের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রভুর ভ্রাতৃগণের, অর্থাৎ যিহূদীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই তা নির্ণীত হবে বলে প্রতীয়মান হয় (মথি ২৫ ঃ ৪০ পদ, তৎসহ আদি ১২ ঃ ১-৩ পদ দেখুন)। এই মিলেনিয়াম বা বর্ষ-সহস্র যুগই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য।

১২। কোন্ দু'টি অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে এবং সকল যুগের উদ্ধার প্রাপ্তরা তাঁর সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ?

.....

১৩। পরস্পর বিরোধী দুই শক্তি যখন শেষবারের মত সামনা-সামনি হবে তখন তাদের নেতাদের কি পরিণতি ঘটবে ?

.....

বর্ষ-সহস্র যুগ (মিলেনিয়াম) ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ বর্ষ-সহস্র রাজত্বকালের উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত করতে এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারা।

বর্ষ-সহস্র রাজত্বকালের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

আমাদের প্রভুর দ্বিতীয় আগমন প্রসঙ্গে বাইবেলে এক ধার্মিকতা ও শান্তি, এবং ন্যায় বিচার ও প্রাচুর্য্যের যুগের কথা বলা হয়েছে (যিশাইয় ২ ঃ ১-৪ ; ৬৫ ঃ ২০-২২ ; মীখা ৪ ঃ ১-৫)। প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১-৭ পদে এই সময় কালকে ১০০০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। **মিলেনিয়াম** কথাটির উৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে হাজার বছর (মিলে= হাজার, এনাম=বছর), যার সহজ মানে "এক হাজার বছর।" কিন্তু বাইবেলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পথে এই রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভুর প্রার্থনায় একে শুধুমাত্র "তোমার রাজ্য" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ৬ ঃ ১০), অপর পক্ষে লূক ১৯ ঃ ১১ পদে একে "ঈশ্বরের রাজ্য" বলা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১১ ঃ ১৫ পদে "আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে একে "এক অনন্ত কলীন কর্তৃত্ব এবং এক ধ্বংসাতীত (যা ধ্বংস হবে না) রাজ্য" বলা হয়েছে (১৪ পদ)।

এই রাজ্যের উদ্দেশ্যগুলি কি? প্রথমতঃ শুরুতে ঈশ্বর পৃথিবীতে এক যথাযথ নৈতিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যাকে শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আর পৃথিবী এই মন্দ আত্মার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই জন্য, শয়তানের কর্তৃত্বের উপরে জয় লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করা আবশ্যক। অভিশাপের প্রভাব দূর করে এবং শয়তানকে বন্দি করে প্রভু যখন সমতায় ও সত্যে জগৎ শাসন করবেন, তখন মানুষ তাঁর ভালবাসা, ন্যায়-পরতা এবং যত্ন দেখতে পারে। ফল হিসেবে মানুষ প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে। তাঁর মঙ্গলময় রাজ্যে আমাদের প্রভু লক্ষ্য রাখবেন যেন মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো হয়, যেন সবাই ন্যায়-বিচার পায়, এবং পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে।

দ্বিতীয়ঃ, ভাববাণীর পূর্ণতার জন্যও এই বর্ষ-সহস্র যুগের প্রয়োজন। ঈশ্বর দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার বংশধরগণ অনন্ত-কাল রাজত্ব করবেন (২ শমূয়েল ৭ ঃ ৮-১৭ ; গীতসংহিতা ৮৯ ঃ ৩-৪, ১৯-

৩৭ ; যিরমিয় ৩৩ ঃ ১৪-২৬)। আমরা দেখেছি যে, এই শাসনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে ; এই ভববাণী এখনও পূর্ণ হবার অপেক্ষায় আছে। সময় পূর্ণ হলে পর দায়ূদের বংশ জাত মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ইস্রাইলে দায়ূদের সিংহাসনে বসে তিনি কখনও শাসন করেন নি। তাই এই ভাববাণী ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে (এ ছাড়া দানিয়েল ২ ঃ ৩৪-৩৫, ৪৪-৪৫ ; এবং রোমীয় ৮ ঃ ১৮-২৫ পদে ও অনুরূপ ভাববাণী রয়েছে)।

এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

অভিষিক্ত ব্যক্তির রাজত্বকালে কিরূপ শাসন ও আত্মিক অবস্থা বিরাজ করবে বহু শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা তা জানতে পারি। আসুন আমরা সতর্কতার সঙ্গে এগুলি পর্যালোচনা করি ঃ

১। তা হবে পৃথিবীতে একটি সত্যিকারের রাজত্ব (সখরিয় ১৪ ঃ ৯)।

২। পৃথিবীতে অবশিষ্ট সমস্ত লোক এই শাসনের আওতায় আসবে (গীতসংহিতা ৭২ ঃ ৮-১১, দানিয়েল ৭ ঃ ১৪, মথি ২৫ ঃ ৩১-৩২)।

৩। অভিশাপ দূর হওয়ার ফলে ভূমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। দুর্ভিক্ষ কিম্বা খাদ্যাভাব আর থাকবে না (যিশাইয় ৩৫ ঃ ১, মীখা ৪ ঃ ১-৪)।

৪। সমস্ত লোক প্রভুর আদেশ (আইন) পালন করবে। এই শাসন যেমন দয়ালু ও মঙ্গলকর হবে, তেমনি তা হবে কঠোর। এর ফলে নিখুঁত বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যে কেউ এর অবাধ্য হবে সে শাস্তি ভোগ করবে (গীতসংহিতা ২ ঃ ৯ ; যিশাইয় ১১ ঃ ৪ ; ৬৫ ঃ ২০ ; সখরিয় ১৪ ঃ ১৬-১৯)।

৫। যিহূদী এবং অযিহূদী যারাই 'মহা-ক্লেশ কালের' পরে বেঁচে থাকবে তারাই হবে এই পৃথিবীর রাজ্যে খ্রীষ্ট রাজের প্রজাকুল।

৬। শান্তি-রাজের রাজত্বে শান্তিই হবে এই রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শয়তানের কু-প্রভাব থাকবে না বলে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হবে না (যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৭)।

৭। দৃশ্যতঃ উদ্ধার প্রাপ্ত বিশ্বাসীরা রাজ্য প্রশাসনে সাহায্য করবেন। প্রেরিতগণ ইস্রায়েলের উপরে শাসন কার্য পরিচালনা করবেন, এবং দায়ূদের পুনরুত্থান ঘটবে ও তিনি আমাদের প্রভুর অধীনে তাঁর প্রতিনিধিরূপে শাসন করবেন বলে প্রতীয়মান হয় (১ করিন্থীয় ৬ ২-৩ ; প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১০ ; মথি ১৯ ঃ ২৮ ; ২৫ ঃ ৩১ ; যিরমিয় ৩০ ঃ ৯ ; যিহিষ্কেল ৩৭ ঃ ২৪-২৫)।

৮। প্রাণী-রাজেও এক অতি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটবে। হিংস্র প্রাণীরা শান্ত ও নিরীহ হবে এবং নিরীহ প্রাণীরা হবে ভয় শূন্য। তারা একত্রে শান্তিতে বাস করবে (যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৯)।

৯। ঈশ্বরের প্রতি এবং আত্মিক বিষয় সমূহের প্রতি লোকদের আগ্রহ থাকবে। তারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করবে, ফলে সব জায়গার সব লোকেরা ঈশ্বরকে ভাল করে জানবে (যিশাইয় ২ ঃ ৩ ; ১১ ঃ ৯ ; সখরিয় ৮ ঃ ২০-২৩)।

১৪। নীচের কোন্ গুলি বর্ষ-সহস্র কালীন রাজত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ?

ক) শয়তান এবং পাপিষ্ঠ মৃত লোকদের মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবার সর্বশেষ সুযোগ দেওয়া।

খ) দায়ূদের বংশধরদের সম্বন্ধে যে ভাববাণী করা হয়েছে তার পূর্ণতা সাধন।

গ) ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করা এবং তাঁর পথই যে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথ তা প্রতিপন্ন করা।

১৫। বর্ষ-সহস্র যুগের রাজত্বে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি অবস্থা কি হবে, আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ক) প্রাণী জগত।

খ) প্রভুর আইন-কানুন।
গ) এই রাজ্যের স্থান।
ঘ) উদ্ধার প্রাপ্ত যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সঙ্গে ফিরে আসবেন।
ঙ) দায়ূদ রাজা।
চ) যে যিহূদী ও অযিহূদীরা মহা-ক্লেশ কালের পরে জীবিত থাকবে।
ছ) ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মিক বিষয় সমূহ।
জ) খাদ্য উৎপাদন।

শয়তান এবং পাপীষ্ঠ মৃত লোকদের বিচার ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ বর্ষ-সহস্র বা মিলেনিয়ামের পরে শয়তানকে কিছু কালের জন্য মুক্ত করা হবে কেন এবং 'বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসনের বিচারের' উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারা।

শয়তানের সর্বশেষ প্রতারণা ঃ

বর্ষ-সহস্র যুগের শেষে শয়তানকে তার বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ৭-১০)। সারা পৃথিবীতে গিয়ে সে আবার লোকদের প্রতারণা করবে। তাদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে উৎসাহ যোগাবে। আমরা জানতে পারি যে, বহু লোক তার সঙ্গে যোগ দেবে এবং তাদের রাজধানী নগরে ঈশ্বরের প্রজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি নেবে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, "যে লোকেরা যীশু রাজার দয়ার রাজত্বে জীবন যাপন করেছে তারা কি করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠতে পারে ? আর তাঁর বিরোধিতা করে সফল হতে পারবে এটাই-বা তাদের কি করে বিশ্বাস করানো সম্ভব ?" আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে মিলেনিয়াম যুগে শয়তান বন্দী থাকবে। সকল লোকদের রাজ্যের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। তারা আমাদের প্রভুর প্রতি বাধ্য থাকলে ও অনেকে তাঁরা ত্রাণকারী অনুগ্রহ (পরিত্রাণ) গ্রহণ করবে না। ত্রাণ-কর্তাকে গ্রহণ করবার জন্য ঈশ্বর তাদের উপর জোর খাটাবেন না। এই রূপে বর্ষ-সহস্র রাজত্ব কালের শেষে দেখা যাবে যে, অনেকে পরিত্রাণ

লাভের জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরে শয়তান যখন আরও প্রতারণা-বড় মিথ্যা-নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন এই লোকদের বিদ্রোহ করবার সুযোগ হবে। পছন্দ-অপছন্দ করবার অধিকার ব্যবহারের সুযোগ তাদের হবে।

এটি হবে এক বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহ, আর শয়তান প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রজাদের শিবিরের বিরুদ্ধে তার সৈন্য পরিচালনা না করা পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর বিদ্রোহীদের উপরে আগুণ নিক্ষেপ করবেন, তাতে তারা পুড়ে মরবে। তাদের নেতা শয়তানকে অনন্তকালের জন্য বন্দী করে আগুণের হ্রদে ফেলা হবে, সেখানে সে সেই জন্তু ও ভণ্ড ভাববাদীর সঙ্গে তার অবাধ্যতার ফল ভোগ করবে।

বৃহৎ শ্বেত-সিংহাসনের বিচার ঃ

দিয়াবলের দ্বারা পরিচালিত এই সর্বশেষ বিদ্রোহের পরে বিচারের সময় উপস্থিত হবে। সেটি হবে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত—সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে হাজির হবে। যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ না করে মরেছে বৃহৎ শ্বেত সিংহাসনের সামনে বিচারের উদ্দেশ্যে তাদের পুনরুত্থান হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১১-১৫)। যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে মারা গিয়েছে, মণ্ডলীকে স্বর্গে তুলে নেবার সময় (র‍্যাপচার) আগেই তাদের পুনরুত্থান ঘটবে, তা বোধ করি আপনার স্মরণ আছে (১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭)।

যারা বৃহৎ শ্বেত সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবে তাদের কাজ এবং জীবন পুস্তকে তাদের নাম আছে কিনা তার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে। বিচারের সময় প্রত্যেকের কাজ পর্যালোচনা করা হবে। এই লোকেরা যেহেতু ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ না করে মরেছে, তাই জীবন পুস্তকে তাদের নাম থাকবে না। তখন পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে অনন্ত শাস্তি দিয়ে আগুণের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে। এই অনন্ত নির্বাসনের স্থানটি যে শুধুমাত্র অগ্নিময় তা নয়, তা একটি অন্ধকার-

ছন্ন ও ভয়ঙ্কর স্থান। যীশু এই ভয়ানক আতঙ্কের কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে লোকেরা সেখানে কান্নাকাটি করবে এবং দাঁতে দাঁত ঘষবে (মথি ৮ঃ১২; ১৩ঃ৪২; ২২ঃ১৩; ২৪ঃ৫১; ২৫ঃ৩০)। এই ভাবে ঈশ্বর সমস্ত মন্দের অবসান ঘটাবেন এবং একে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করবেন।

১৬। নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করে লিখুন।

ক) মিলেনিয়ামের পরে কিছু কালের জন্য শয়তানকে মুক্ত করবার কারণ হল .....

খ) বৃহৎ শ্বেত-সিংহাসনের বিচারের উদ্দেশ্য হল .....

নূতন সৃষ্টিঃ

লক্ষ্য ৭ঃ ঈশ্বর যে নূতন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করবেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি তার একটি অংশ হওয়ার আশা করতে পারেন, তা বলতে পারা।

প্রেরিত পিতর বর্তমান জগৎ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, তা পুড়িয়ে ফেলা হবে। আগুনের দ্বারা পৃথিবীকে নূতনীকরণ করা হবে, এটরূপ ইংগিত আছে (যিশাইয় ৬৫ঃ১৭, ২ পিতর ৩ঃ৭)। সে যা হোক, প্রেরিত বলেন যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরে "আমরা এমন নূতন আকাশ মণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষা করি যার মধ্যে ধার্মিকতা বাস করে" (২ পিতর ৩ঃ১০-১৩)। এইরূপে পরিশেষে ঈশ্বর তাঁর অনুগত প্রজাদের তাঁর গৌরবময় ও অনন্ত সৃষ্টিতে আনবেন।

মিলেনিয়াম (বর্ষ-সহস্র) যদিও এক সত্যিকার স্বর্ণ যুগ হবে, তবুও বিশ্বাসীরা এই যুগকে পেরিয়ে আর একটি নতুন যুগে প্রবেশ করবেন, যেখানে পিতা ঈশ্বরই হবেন সর্বেসর্বা। এই নূতন সৃষ্টিতে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি যে নগর প্রস্তুত করে-

ছেন। তার মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না (১ করিন্থীয় ২ ঃ ৯-১০); এর সৌন্দর্য আমাদের জানা সমস্ত সৌন্দর্যকে হার মানায় (প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায়)।

কেউ মন্তব্য করেছেন যে, অনন্ত জীবন পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য বর্জিত নয়। কিম্বা তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর অবসর নেবেন না। তিনি জীবিতদের ঈশ্বর আর আমরা তাঁরই মত হব। তিনি এমন এক বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যা অনবরত নবীনীকৃত হচ্ছে (বা নূতন হচ্ছে)। আমরা এখন অস্পষ্ট প্রতিফলণ (বা ছবি) দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আগামী যুগে অনন্ত জগতে প্রবেশ করে আমরা ঈশ্বরের চির-নবীন সৃষ্টির বিস্ময় স্পষ্টভাবে দেখতে পাব (১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১২)। যে প্রাচীনেরা (নেতারা) ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাঁর প্রশংসা গান করেন, আমরা তাদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি ঃ

> হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছা হেতু সকলই অস্তিত্ব প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।
>
> প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১

'যীশু আবার আসবেন' (প্রেরিত ১ ঃ ১১), স্বর্গদূতদের এই কথা বলবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অতীত ইতিহাসের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি। এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। অনেক ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা চক্র আমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে ঃ **আমরা এখন ঈশ্বরের পরিকল্পনার শেষ ধাপের প্রান্ত-সীমায় অবস্থান করছি।** আমরা আনন্দিত, কারণ আমরা চরম উদ্ধার দিনের খুব কাছে এসে পড়েছি। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নূতন সৃষ্টি আমাদের অপেক্ষায় আছে ; সেখানে যীশুই রাজা। যীশু বলেন "দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি ; ধন্য সেই জন, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল পালন করে" (প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ৭)। প্রভুর উদ্ধার প্রাপ্তরা, অর্থাৎ আমরা উত্তরে বলি "আমেন ; প্রভু যীশু, আইস।"

১৭। আমরা এই পাঠ শেষ করতে যাচ্ছি, এখন আপনি নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করুন এবং ঈশ্বর যে নূতন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করবেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি তার একটি অংশ হতে আশা করেন, তা আপনার নোট খাতায় লিখুন (দেখুন প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ১২-১৭)।

এই কোর্সটি শেষ করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশেষ করে এই ভাববাণী বাক্যটি অধ্যয়নের একটি নৈতিক মূল্য রয়েছে ঃ

> প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান ; এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব ; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব। আর **তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহার ও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ**
> (১ যোহন ৩ ঃ ২-৩)

পরীক্ষা ঃ

সত্য-মিথ্যা ঃ উক্তিটি **সত্য** হলে পাশের খালি জায়গায় 'স' এবং **মিথ্যা** হলে 'মি' লিখুন।

... ১। র‍্যাপাপচারের (বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার) পরে পৃথিবীর যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে, সেগুলিই হচ্ছে "গৌরবময় প্রত্যাশা।"

... ২। র‍্যাপচার (বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া) এবং খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। প্রথম ঘটনায় তিনি তাঁর নিজ লোকদের **জন্য** আসেন, এবং দ্বিতীয় ঘটনায় তারা খ্রীষ্টের **সঙ্গে** পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

... ৩। যীশু কবে ও কখন ফিরবেন তা দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের **"সপ্তাহের"** তালিকাগুলি থেকে নির্ণয় করা যায়।

··· ৪। বিশ্বাসীদের যখন আকাশে তুলে নেওয়া হবে তখন জীবিত ও মৃত এই উভয় প্রকার বিশ্বাসীদেরই তুলে নেওয়া হবে।

··· ৫। বিভিন্ন বিশ্বাসীদের পুরস্কারের মাত্রা বা ধাপ থাকবে, বাইবেলে এইরূপ ইংগিত পাওয়া যায়।

··· ৬। দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের অধিকাংশ ভাববাণী ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে।

··· ৭। **যে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করা হয়েছে,** সে হল খ্রীষ্টারি।

··· ৮। মহা ক্লেশ-কাল সাত বছর স্থায়ী হবে এবং এই সময়ে মাঝ পথে এসে খ্রীষ্টারি যিহূদীদের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করবে।

··· ৯। অবাধ্যতা হেতু ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছিল।

·· ১০। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইস্রাইল জাতির পুনর্জন্মের মাধ্যমে একটি ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে।

···১১। খ্রীষ্টারি ১০০০ বছর কাল পর্যন্ত জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

·· ১২। শুধুমাত্র যিহূদী জাতির লোকদেরই ব্যবসা করবার জন্য খ্রীষ্টারির পরিচয় চিহ্ন বহন করতে হবে।

···১৩। হরমাগিদোনে যিহূদী জাতি এবং তার শত্রুদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে যিরূশালেম এবং এর সমস্ত অধি-বাসীদের ধ্বংস করে ফেলা হবে।

···১৪। যিহূদীদের উপর অত্যাচার এবং মানব জাতির ঈশ্বর-ভক্তিহীনতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছবে তখনই যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে।

১৫। যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি কালে অবাধ্যতার পুরুষ এবং তার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা হবে, এবং যীশু রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রূপে প্রকাশিত হবেন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট পূরণ করে ৩নং উত্তর পত্র আই-সি-আই শিক্ষকের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৯। ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, এবং জ এ বর্ণিত ঘটনাবলী ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। ঘ, এবং ঝ এর ঘটনাগুলি এখন পর্যন্ত ঘটেনি।

১। খ) বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া, যখন খ্রীষ্ট তাদের জন্য আসবেন।

১০। ক সত্য। চ মিথ্যা।
খ সত্য। ছ সত্য।
গ মিথ্যা। জ সত্য।
ঘ সত্য। ঝ মিথ্যা।
ঙ মিথ্যা। ঞ সত্য।

২। সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারিত হলে পরই তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর ফিরে আসবার দিন-ক্ষণ কেউ-জানে না।

১১। খ) তাঁকে অগ্রাহ্যকারী পাপী লোকদের উপরে তাঁর চরম শাস্তি আনবেন।

৩। ক) জীবিত, মৃত।
খ) প্রভুর নিজের কথা।
গ) আশা।

১২। মানুষের চরম পাপ বা ঈশ্বর ভক্তি-হীনতা এবং স্বার্থপরতা, ইস্রাইল জাতির উপরে চরম নির্যাতন।

৪। তারা উভয়ে নতুন, রূপান্তরিত দেহ লাভ করবেন যা অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী।

১৩। শয়তান ও তার সেনা বাহিনীকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে আগুণের হ্রদে ফেলে দেওয়া হবে। রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু রূপে যীশু তাঁর ন্যায় সংগত স্থান গ্রহণ করবেন।

৫। গ) তার সেবার উদ্দেশ্য বা গুণ-মানের উপর ভিত্তি করে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

১৪। খ, ও গ, বর্ষ-সহস্র যুগের রাজত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে।

৬। ক) এক অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী দেহ, বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার মুহূর্তে তাদের মর-দেহের বদলে তারা এই দেহ লাভ করবেন।

খ) যখন যীশু তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ লোকদের সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

গ) যখন যীশু তাঁর নিজ লোকদের তুলে নেবার জন্য আসবেন। প্রথমে খ্রীষ্টে মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ঘটবে, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য জীবিত বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে।

ঘ) যীশুর দ্বিতীয় আগমণ (র‍্যাপচার)।

ঙ) একটি "পর্যালোচনার স্থান" যেখানে বসে যীশু বিশ্বাসীদের কার্যাবলী বিচার করবেন এবং তাদের খ্রীষ্টিয় জীবন ও সেবার গুণ-মানের উপর ভিত্তি করে পুরস্কার দেবেন।

১৫। ক) সকল প্রাণীরা শান্তিতে মিলেমিশে বাস করবে।

খ) পালন করা হবে ; নিখুঁত বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ) পৃথিবী।

ঘ) খ্রীষ্টের সঙ্গে শাসন পরিচালনা করবেন।

ঙ) খ্রীষ্টের অধীনে তাঁর প্রতিনিধিরূপে শাসন করবেন।

চ) তারা হবে স্বর্গীয় রাজার প্রজাকুল।

জ) এগুলির বিষয়ে সকলে আগ্রহী হবে ও অধ্যয়ন করবে।
ঝ) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হবে।

৭। ক) যিহূদী জাতি কতবার তাদের বিশ্রাম বৎসর পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬। ক) পৃথিবী-বাসীদেরকে ঈশ্বরের পক্ষে কিম্বা তাঁর বিরুদ্ধে মনোনয়নের সুযোগ দেওয়া।
খ) জীবন-পুস্তকে নাম আছে কি নেই তার ভিত্তিতে পাপীষ্ঠ লোকদের ঈশ্বরের শাস্তি বিধান করা।

৮। ৭০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের ধ্বংস সাধন।

১৭। আপনার উত্তর। যারা যীশুকে তাদের জীবনের প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে, যাদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে, এবং যারা তাঁর আগমণের অপেক্ষায় আছেন নূতন সৃষ্টি তাদের সকলেরই জন্য।